যায়যায়দিন

তারিখ 28 MAR 2013
পৃষ্ঠা

নাশকতার ছকে এবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান!

যেকোনো মূল্যে রুখতে হবে

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের সংঘাত ও সহিংসতার মধ্য দিয়ে চলছে দেশ। হরতালকে কেন্দ্র করে যেভাবে ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও শুরু হয়েছে, তা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে একদিকে আতঙ্কিত করে তুলছে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপরেও ফেলছে নেতিবাচক প্রভাব- যা একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য কোনোই সুফল বয়ে আনবে না। যুদ্ধাপরাধের বিচার বন্ধের চেষ্টায় মরিয়া জামায়াত-শিবির দেশজুড়ে যেভাবে একের পর এক সহিংসতা চালিয়েছে, তার রূপ ভয়ঙ্কর। এরই ধারাবাহিকতায় এবার রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা আঁটছে বলে তথ্য পেয়েছে র‌্যাব।

সম্প্রতি দৈনিক যায়যায়দিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, র‌্যাবের গোয়েন্দারা বলছে, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকার বনানী ও গুলশান এলাকার কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফার্মগেট ও মহাখালী এলাকার কয়েকটি কলেজ তাদের নাশকতার ছকে রয়েছে। এরই মধ্যে আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে ২৭ ও ২৮ মার্চ টানা ৩৬ ঘণ্টার হরতাল দিয়েছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দল। এ ঘোষণার মধ্যেই মঙ্গলবার স্বাধীনতা দিবসেও রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এ হরতালকে কেন্দ্র করে রাজপথের পাশাপাশি হরতালে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামায়াত-শিবিরের টার্গেটে আছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াত-শিবির দেশব্যাপী তাদের যে নৃশংস চেহারা জনগণকে দেখিয়েছে, এবারের হরতালের রাজধানীতে তারা সেটি দেখানোর চেষ্টা করবে বলে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

এটা খুবই স্পষ্ট একটি বিষয় যে, একটি জাতির উন্নত জীবন ও সত্যিকারের অর্জন শিক্ষা ব্যতিরেকে কখনই সম্ভব নয়। যেভাবে দেশে সহিংসতা চলমান তা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও টার্গেট করে চালানো হয় তবে সারা দেশের জন্যই আরো বেশি উদ্বেগের কারণ তৈরি হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেছেন এ ঘটনা '৭১ কেও হার মানায়। আমরাও মনে করি, যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করা হয় এবং চলমান সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তবে তা হবে '৭১-এরই আরেকটি রূপ; কেননা ওই সময় পাকিস্তানিরা যে হামলা চালিয়েছিল তাদেরও টার্গেট ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার শুরু হয়েছে সেখানে আপিলের সুযোগ রাখা হয়েছে। রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল করে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিচার দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু সহিংসতা চালানোর অধিকার কারো নেই। কোনো হীনস্বার্থের কাছে জনগণ বলি হবে এটা হতে পারে না। যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও নাশকতা করা হয়, তবে তা হবে পুরো জাতিকেই পঙ্গু করে দেয়ার একটি চক্রান্ত!

আমরা সরকারকে বলতে চাই, বিচারের রায়সহ যে কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে কেউই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে নাশকতা চালাতে পারে না। যেভাবেই হোক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা এবং যে কোনো অপরাধকে দমন করা রাষ্ট্রের কাজ। জাতীয় পতাকা পোড়ানো, মসজিদের জায়নামাজে আগুন দেয়া, মন্দির ভাংচুরসহ বিভিন্ন তাণ্ডবের পর এবার যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও হামলা করা হয় তবে তাতে সরকারের ব্যর্থতাই প্রকাশ পাবে। কেননা দেশের সম্পদ রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়ার নির্ভরতা থেকেই সরকারকে নির্বাচিত করেছে জনগণ। তাই যে কোনো ইস্যুই হোক না কেন তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই হবে। র‌্যাবের হাতে যেহেতু তথ্য আছে তাই সরকারকে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে, যেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেউই কোনো ধরনের নাশকতা চালাতে না পারে।